

গল্প : গোসিনি **অ্যাসটেরিক্স** ছবি : ইউদেরজো

অ্যাসটেরিক্স ও নম্যান দল



গোসিনি ও ইউদেরজো
উপহার দিচ্ছেন

অ্যাসটেরিক্সের একটি নতুন অভিযান

অ্যাসটেরিক্স ও নর্ম্যান দল

গল্প রচনা গোসিনি

ছবি আলাবেয়ার ইউদেরজো



man

বলিশাস প্রাইভেট লিমিটেড

কলকাতা ৯



গল
(রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে)
৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ
কেলটিকা

আকুইটানিয়া

বেলজিকা

লুতশিয়া

রোমানভিস

গলদেব গ্রাম

পেতিবোনাম

লোডনাম

আকোয়েরিয়াম

বাবাওরাম

আরমোরিকা

খ্রিস্টপূর্বাব্দের ৫০ বছর আগে। সমস্ত গল দেশ রোমের অধীনে...ঠিক সবটা নয়, এক ছোট গ্রাম এখনও অদম্য। সেই গ্রামের বীর বাসিন্দারা এখনও ঠেকিয়ে রেখেছে বিদেশি আক্রমণকারীদের। গ্রামের কাছাকাছি চারটি রোমান সেনাশিবির: পেতিবোনাম, বাবাওরাম, আকোয়েরিয়াম ও লোডনাম। শিবির চারটিতে যে রোমান সেনারা বাস করে, তাদের জীবন খুব একটা শান্তিপূর্ণ নয়...



গলের কয়েকজন অধিবাসী

আসটেরিগ, এই রোমাঞ্চকর গল্পগুলির নায়ক। এই ছোটখাটো যোদ্ধার যেমন বুদ্ধি, তেমনই সাহস। বিপজ্জনক সব কাজের দায়িত্বই ওকে নিষিদ্ধ দেওয়া যায়। আসটেরিগের আছে অতিমানবিক শক্তি, যার উৎস পুরোহিত এটাসেটামিগের জাদু-পানীয়ের পাত্র...



ওবেলিগ, আসটেরিগের প্রাণের বন্ধু। 'মেনহির' নামে এক ধরনের স্মারকশিলা বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেবার এ পেশা, বুনো অগ্নোরের 'রোস্ট' খাওয়া এর নেশা। যে কোনও সময় সব কাজ ফেলে ওবেলিগ কেবলো পাত্র বন্ধুর সঙ্গে নতুন অভিযানে, শুধু চাই বুনো অগ্নোরের রোস্ট ও শত্রুকে উত্তমমখাম দেওয়ার সুযোগ...



এটাসেটামিগ। গ্রামের খুব মানা পুরোহিত। গাছগাছড়া থেকে তৈরি করেন নানারকম পানীয়। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে তাঁর নিজস্ব এক জাদু-শরবত। গলায় ঢাললে শরীরে আসে অতিমানবিক শক্তি। এ ছাড়াও এটাসেটামিগ জানেন নানা রকম গোপন কৌশল...



এবং বিশালাকৃতির। গ্রামের মহামান্য প্রধান। রাজসি, সাহসী, রণ চটা ও অভিজ্ঞ যোদ্ধা। গজারা যেমন গজ করে, শত্রুরা তেমনই ভয় করে। এর একটাই ভয়, আগামীকাল মাথায় না আকাশ ভেঙে পড়ে... তবে নিজেই আকাশ ভাঙে, 'আগামীকাল কখনও আসে না।'



কলরবিগ। চারখকবি। এর সঙ্গীতপ্রতিভা সবকিছু নানাজনের নানা মত। এর নিজের বিশ্বাস, ইনি অসামান্য প্রতিভাবান। অন্যেরা ভাবে ঠিক উলটো। অবশ্য গান টান না গাইলে, কিংবা মুখ না খুললে এর মত বন্ধু কমই আছে...

আমাদের পরিচিত গল গ্রামটিতে
এক নিস্তরঙ্গ দিন শুরু হল...







যে সময় গলে এইসব ঘটনা ঘটছে, চলুন আমরা উত্তরে চলে যাই। যেখানে রাত্রির আঁধার থাকে কয়েক মাস, শীতকাল রুক্ষ ও কঠিন, যেখানে উত্তরের লোকেরা বাস করে, নাম 'নর্মান'। গরিত ও নিশ্চিতপন্থী এই জাতির ব্যাতি অসাধারণ নাবিক ও কঠোর যুদ্ধবিন হিসেবে...

কোনও সময়ই পেলুম না, আঁ? এই পেরথম গল ছাড়া অন্য দেশের লোকেরের সামনে এলুম, আর...!

এদের দেবতার ভয়ঙ্কর। ধর, যুদ্ধের দেবতা, তুণ্ড হল আকুন ও রুডে। এবং ওভিন, যিনি যুদ্ধে মৃত সৈনিকদের ভোজনভাণ্ড আমন্ত্রণ জানান—

না!

এবার বিশেষভাবে বলা উচিত, নর্মানরা ভয় পায় না।

সুপ না খেলে দসি়া রাক্স এসে ভোকে গিলে ফেলবে।

ধরের দিবি, আর হাসিও না তো!

শুধু যে শিশুরাই রাক্সকে ভয় পায় না তা নয়, বড়বোও কাউকে ডরায় না—প্রশাসনকেও নয়। তাই নর্মান রাস্তাগুলো বেজায় অনিশ্চিত...

আঁই, এসব চলবে না! পুলিশের গাড়িকে পেরিয়ে যাওয়া? তা-ও পাহাড়চুড়োয়?

তো?
মরোগে যাও!

হেঁচকি ওঠা সেখানকার দুরারোগ্য ব্যাধি

হেঁচকি ওঠা বন্ধ হল?

হেঁ! না।
হেঁ! কেন?

অজানা মনোভাবগুলোকে জানার তাগিদে বিভ্রাট নর্মানরা সবদাই চেষ্টা চালিয়ে যেতেন...

এবার?

নাঃ! আবার মারো। ব্যাধি লাগছে কিন্তু ভয় পাচ্ছি না।

অনাবিক, এলাক উল্লাস, নর্মান জোচ্চালের প্রধান, সকলকে একত্র করল...

এভাবে চলতে পারে না। সবকিছু না জানাটা অসহনিক। সাগরের অন্যপারের লোকেরা 'ডা' দিয়ে কথা বলে। দুইটা জনপোষিত জানে 'ডা' কী, শুধু আমরাই জানি না।

আমরা, যারা সব জানি। সব বুঝি।

হেঁ উল্লাস! এই যে 'ডা' থাকে চিনি না, তা দিয়ে কী কাজ হয়?

কথায় বলে 'ডা'য়ে গ্রাণপাখি খাঁচাছাড়া' তা হলে, নিশ্চয়ই ডা পেলে মানুষ ওড়ে। পাখির মতো।

হেঁ ধর!

হেঁ ওভিন!

বোঝো ব্যাপার!







ওই আসছে... ন...
...নমর্যা...

দেখো? এই হচ্ছে
লুডেশিয়ার জীবন—কেবল
ছোট্ট ছুটি, কেবল ছোট্ট ছুটি
বাঁচার সময়ই নেই।

হ্যাঁ, ওখানে বেড়াতে
ভালই লাগে, কিন্তু
থাকতে পারব না।



আহ! তোমাকেই খুঁজছিলাম!
লুডেশিয়ায় গিয়ে গান
গাওয়ার ব্যাপারে...



কৌ-ও-ও



কী ব্যাপার?

ননো হয়, নম্যানরা
আমাদের ওপর হামলা
করতে আসছে।



হাই, মলপতির সঙ্গে কথা
বলি। আনুনির নিকটই
ওখানে গেছে।

বেশ! ওর সঙ্গে
ওলিম্পিকের
ব্যাপারে আমারও
কথা আছে।



একটু পরে...

আচ্ছা! আসটেরিক্স ও ওবেলিক্স
দেখে এসে নম্যানরা কী করছে!
ওরা তীরে নামলে ওদের
সমূহে ফেল দেব।

ওরা কি নামবে?
আসটেরিক্স! কী মনে হয়?

যদি দরকার হয়,
একটু জাদু-পানীয়
তৈরি করি।

হু হু হু! আমি
কিছু বলতে চাই।



তার পর, আনুনির, এখানে আসলে
আচ্ছিস তো? লুডেশিয়ার
জুনে মন খারাপ করছে না তো?



কিন্তু... তোমরা জানো
তো নম্যানরা কেমন
মানুষ?

জানি তো!
ওরা সাহসী,
বিলজ্বলক খোঁজা, আর
ভয় কাকে বলে জানে না।



আমরা মফস্বলে থাকি
বলে খবরাখবর
রাখি না, তা নয়।

পাগল! আমি
পাগলদের পালান
পড়ছি।

বেশ! এবার
আমার ভবিষ্যৎ
নিয়ে কথা বলি?



শুনুন! সবাই আসুন!
আমার কথা শুনুন!



নর্মানরা আমাদের সমুদ্রসৈকতে
এসে গেছে! ওরা সব জ্বালিয়ে
দেবে, রক্তনদী বইবে! ওরা
উন্মাদ! সাংঘাতিক! এ হল
অদ্ভুত আক্রমণ!!!



কী ব্যাপার?

লুতেশিয়ার
নতুন কোন
খেলা!

আমি রান্না
বসিয়েছি...



নর্মান!

আক্রমণ!

আমাকে
যেতে দাও!

ঠেলিস না!

এবার এরা ভয়
পেয়েছে! নর্মানরা ভয়ের
বিষয়ই বটে...সবাই
একসঙ্গে পালার!



কিছু...



কোথার নাম
লেখাব?

আমিও
যুদ্ধে যাব!

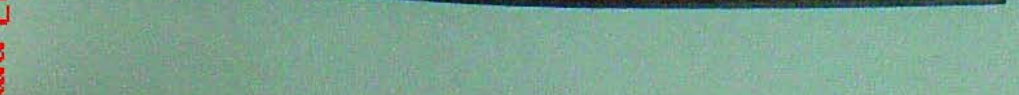
আমি সংরক্ষণ চাই।
গতবার একটাও রোমান
পাইনি।

শান্তি, শান্তি! নর্মানদের এদেশে আসতে দেখে আমিও
বুশি নই। কিন্তু ওরা কী চায়, এখনও জানি না।
যুদ্ধ হলে তোমরা অবশ্যই জানবে, এখন ফিরে যাও।



এবার, সব শান্ত হয়েছে।
এখন লুতেশিয়ায় আমার
ভবিষ্যৎ নিয়ে...















ক... কী?

আমাদের ভয়
দেখাও বলছি।



দূর থেকে এসেছি শুধু ভয় দেখাব বলেই—ভয় দেখাও বলছি।



না, না, বুঝতে পারছেন না।
আপনারাই আমাদের ভয়
দেখান।

আমরা।
কি দেখছি।



না দেখিনি তা দেখাচ্ছি
কী করে?



তুই এই মূর্তিতে শুধু শুধু
ভয় পাচ্ছিস?

অবশ্যই! আমার ঘাম হচ্ছে,
মাথা ঘুরছে, পেট গোলাচ্ছে—



ওর ভয় হয়েছে,
জ্বরই হল ভয়।

কিন্তু ভয় হলে কি কেউ ওড়ে?



তা হলে, গলবাসী, এমন ভয়
দেখা যাবে আমি উড়তে পারি।

আপনি কী
বলছেন?



তুই তিকতাক সহযোগিতা করছিস না, তাই মল
সকালে থেকে উঁচু গায়ে থেকে ভেলে নে। ভয়
থেকে উড়তেই হবে ভয়ে—আর আমরা বাগদার
দুইকে নে।



না, না! আরি
সহযোগিতা করছি।
ভয় পাচ্ছি।

ম্ ন্ ন্। আমি ভেবে যাচ্ছি।
ওকে বেঁধে মাথা হোক মাতে
মাতে উড়ে না পালান।



এরা পাগল। সম্পূর্ণ পাগল।
যদি কখনও সুরেশ্বর্যমি ফিরি,
বন্ধুরা এসব কথা বিশ্বাসই
করবে না।











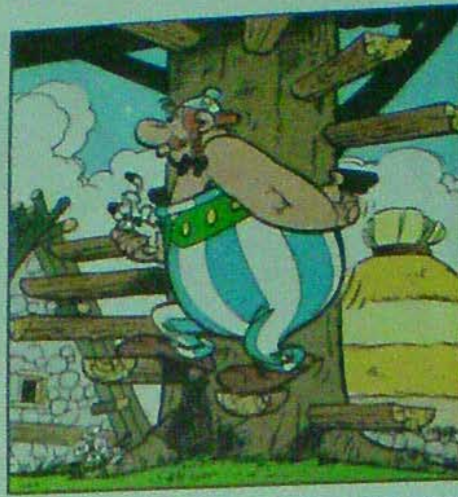








25-Jun-09 8:09 pm









কলরবিস্স!
আমরা এসেছি।
ইয়াহু!



কল...



মানে, আপনি একজন চারপকবিকে এখন
দিয়ে যেতে দেখছেন... মহাশয়?

হ্যাঁ, অতি অবশ্য
দেখেছি, ভূতাত্তির দিবি।



সে খেলা! তারপর সঙ্গে পয়সা না থাকায়
গান শুনিতে পাওনা শোধ করবে বলল...
গান গাইতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে
ওকে ছাড় দিতে চাইলুম—



এমনকী আমার বন্ধেরা বলল গান
ধামালে ওকে বিনিপয়সায় ভোজ খাওয়াবে...
কিন্তু ওর সে কী রাগ!
হাতাহাতি হয়ে গেল! (কামা!)



ও কিন্তু আমাকে ওর
যোডাটা দিয়ে গেছে
কতিপূরনের জন্য...



তা হলে ওকে গান
গোরেই রাখাযকত জোগাড়
হবে... ওভাবে বেশি দূর
যেতে পারবে না।



ওই যে।



কলরবিস্স! ইয়াহু!
দাঁড়াও!

হঁ! বলেছিলুম না!
আমাকে ছাড় গান জেতল!
কিন্তু দাঁক যে! নিজের
কাছকাছের দিকটা
তো ভাবতে হবে।

25-Jun-09 8:12 pm



মাই হোক, কলরবিঙ্গের গলার সাহিরেন শুনে রাজা ফাকা হয়ে গেল...



অবশ্য প্রোভাদের মনোযোগ জমার বমলে দুখ থেকে দই হতে লাগল।



একটি বিশেষ বিশেষ
কিছুই হয়ে উঠে—

হাস্য দিয়ে মাখন!
আশ্চর্য ভাল!

ঢের হয়েছে!

ঢের রসিকতা করেছে! আর
অপেক্ষা করব না! জামিন
লোকগুলোকে কোতল করো!
আর দ্রাকারে করে পেরা
ভিত্তিকে খুঁজতে বেরোও!

দ্রাকার?

আমাদের নৌকো!

ও! ওই যে
পবিত্রদের দ্রাকার!

ওকে শেকল দিয়ে বাঁধা, আর
অন্য বন্দির সঙ্গে খাদের ধারে
নিয়ে যাও!

একটু পরে...

জানি না ওবেলিগ কেন
দেয় করছে, কিন্তু আর একটু
অপেক্ষা করলে
ভাল হত...

না! তাদের দু'জনের জন্য ওভিনের
ভোজসভার ঘন্টা বেজে গেছে!

কিন্তু প্রথমে, শিক্ষানীতির অনুসরণ
করার জন্য, তোকে বাসের মধ্যে
একটু উড়িয়ে দেব!

আর যদি আমি
আপনার
সামনে হাটু
গেছে বসি?

বেশ! তুই প্রথমে বাঁ নিকে
উড়বি, তারপর...

ভ্রমের সূচি নিয়ে
ভেবে না, ও নিক
কবাই আছে!

সে কী জাদু! সত্যি
হ্যাঁ! এসে দেখাও কীভাবে
একজন বন্দিগোষ্ঠী
সংরক্ষণ করে!

এদের চাট্টা
কি এমনও
শেষ হয়নি?

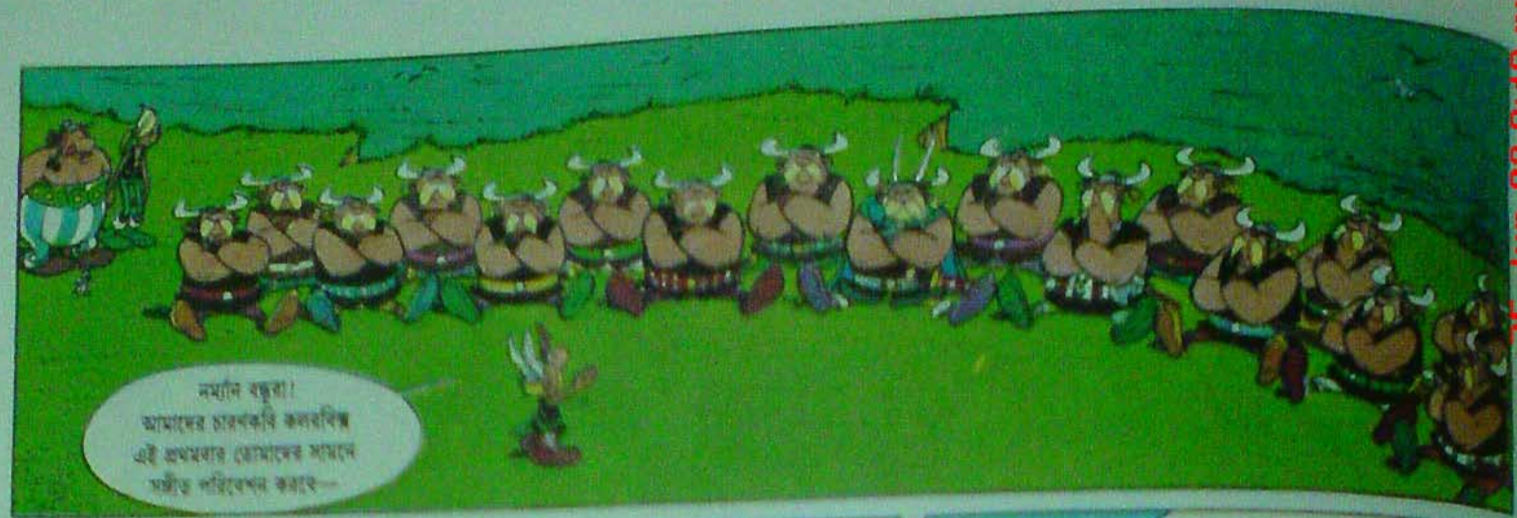
25-Jun-09 8:12 pm







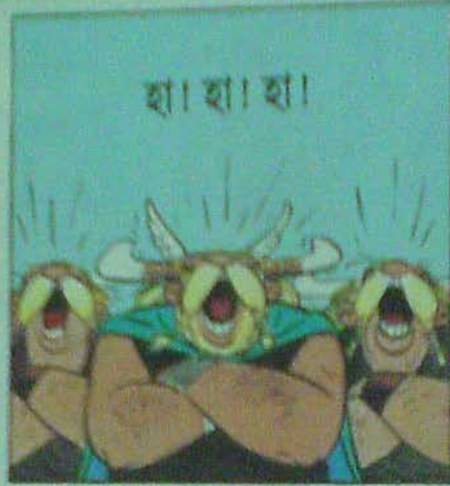




নমস্কার বন্ধু!
আমাদের চারপাশে কলরবিন্দু
এই প্রথমবার তোমাদের সামনে
সম্মতি পরিবেশন করবে—



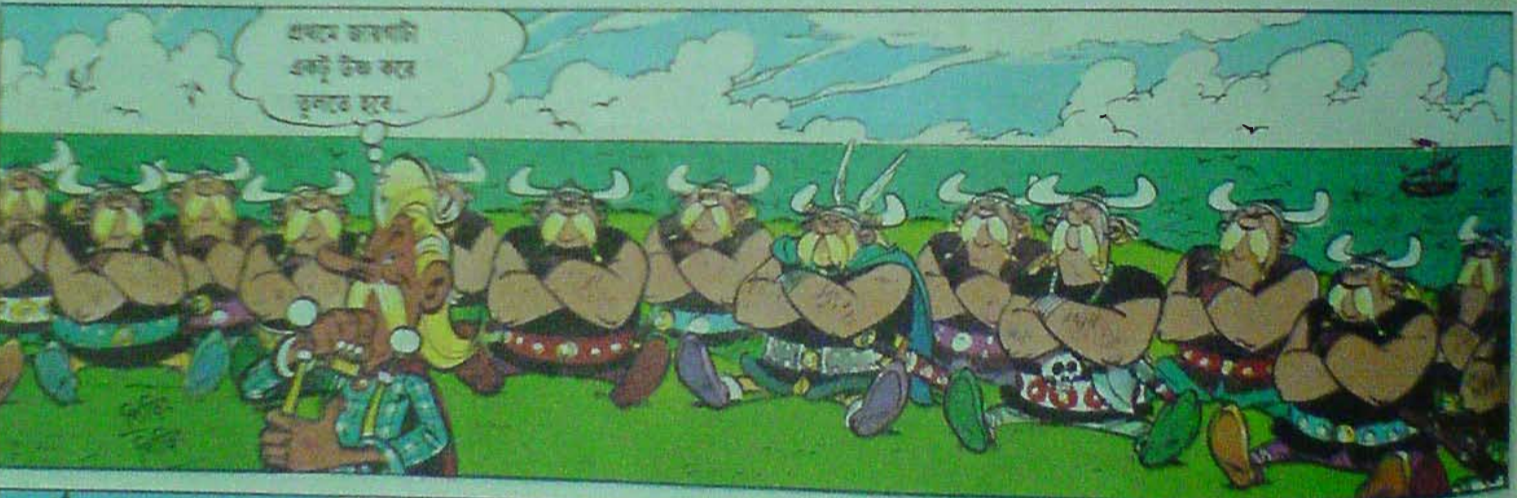
হান হু এভাবেই
শেষবার হবে।



হা! হা! হা!



মাও কলরবিন্দু!
ওদের সেবাও তোমার
কোরামতি।



প্রথমে জায়গাটা
একটু উচ্চ করে
তুলতে হবে.



জলকে ভালবাসি আমি,
আড়রের বস, তুতাতি ও মহিলাদেরও
মহিলাদের নীল চোখ—



সুখী হোক!
সুখী হোক!
হা হা!

ও ও ও
ইস রে!
ওরে বাবা!
আই!



man







মানিক ভবন শতপোতা মানুষ। ছোটখাটো উড়ানের পর তারা
নিজদের রণতরীতে ফিরতে পারল...



কিন্তু সেই 'স্রাকার' বা রণতরীতে
অবস্থা আগের মতো নেই...



মাতাফ! যাও মানুষলে
গিয়ে পাহারা দাও...

মানে...

মানে কী?

ওখানে একা
একা ভয় করে...



ওঠ!

হ্যাঁ হজুর



ফটাস!

আ-আ-আ!

হজুর!



ওরকম চুপিচুপি
কখনও আসবি
না। ভয় পেয়ে
গেলোম!

সকলে বলছে, ওরকম
আর চেষ্টাবেন না। ওদের
ভয় করে!



এবারের অভিযান যেন
একটু বেশিই সফল
হয়ে গেল...

খচখচ



কিন্তু প্রাণপাখি ওড়ার
বাপারটা...



মাতাফ! ওড়া
দেখি একটু।

হ্যাঁ হজুর!



ধপাস!



বাপারটা
চলবে তো,
দলপতি?

হ্যাঁ, হ্যাঁ! চলবে
না কেন? তবে ভবিষ্যৎ
হয়তো বিশ্বাসঘাতী
হতে পারে।



আমাদের বন্ধুরা গ্রামে ফিরে
বিজয়ীর সম্মান পেল...

এসো! এসো!
এসিয়ে এসো!

হ্যাঁ, দলপতি,
আপনার ভাইপো
সাহসী গলযোগী
হয়ে উঠেছে।

জানতাম তুমি সফল
হবে, অ্যাস্টেরিক্স!

অবশ্য আধুনিককে শিকার
দেওয়ার ব্যয়িত মিল
ওবেলিক্স...

এবার শিকার করতে
শেখান—প্রথমে বাচ্চা
শুকর, তারপর রোমান
টহলদার, সবশেষে
বুনো শুকর!

চারপকি, সব তারকাদের মতোই
নিজের সাফল্যের কথা বলতে লাগল...

যদি দেখতে। ওরা
লাকাচ্ছিল, দৌড়ে
আসছিল, পা
দাপাচ্ছিল।

তা হলে লুৎশিয়ায় পাড়ি
দাও না! অন্য বীরদের
কাছে...

এটাস্টেরিক্স, তোমার কী মত?
নর্মানদের এই ভয় কাকে বলে
তা জানতে আসা কি ভাল
কাজ?

নিশ্চয়ই,
অ্যাস্টেরিক্স!

ভয় কাকে বলে তা না জানলে
সাহসী হওয়া যায় না। সম্রাটের
সাহস হল তাই, যা অচম্বীরকে
পন্থিত করতে পারে।

সুতরাং, নর্মানরা ভয়কে জেনে তা ভয় করতেও শিখল। তারা সম্রাটের
সাহসী হল এবং ওঁদের ভোজসভারচিনির্মিত হয়ে বইল।

কিন্তু আমি তো
ওশু ওদের রাস্তাটা
জিগেন করছিলাম।

ওরা এভাবেই
উত্তর নিতে
অভ্যস্ত।

আধুনিকের ছুটি কুরেল।
আরমেকার চঞ্চল ছুটিব দিন
খোঁজ লুৎশিয়ায় ফেরার সময় এল।
বিদ্যাসভার জন্য এক বিশাল
ভোজের ব্যবস্থা হল, যাতে
কলরবিক্ত ও অশ্রুগ্রন্থন করল। সত্যি,
চারপকির জন্যই এই গল্পের এমন
সুন্দর শেষ, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ!

সমাপ্ত